*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p52-61. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

নদীর ভাষা, ভাষার নদী

শ্যামলচন্দ্র দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email: scdbengali@gmail.com

Abstract: বাবার নামে উত্তরসূরির নাম দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অনেক সংস্কৃতিতে এমনটা হয়ে থাকে। আর এই নাম যদি নদী বা নদীর বন্যা, এই অর্থকে ধারণ করে নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নদীর ভাষার্থকে অন্য মাত্রা দিয়ে থাকে। যেমন নিউ গিনি এলাকার মেয়হ্ ও মস্কোনা (Meyah & Moscona)-র ঐতিহ্যবাহী ব্যক্তি-নাম এমন হয়ে থাকে। একজন মেয়হ্ (Meyah) লোককে একদা ডাকা হত কণ্ঠস্বর-বন্যার ঘরোয়া নদী (Oga ofod mod mei), অর্থাৎ ঘরে তার গলার স্বর ছিল বান-ডাকা নদীর মতো। যা উত্তরসূরির ক্ষেত্রে হয়ে যায় Ogofodmei রূপে। আমাদের সংস্কৃতিতে নদীর নামে স্ত্রী-পুরুষদের নাম হয়ে থাকে, যেমন গঙ্গা, পদ্মা, পদ্মাবতী, কাবেরী, পিয়ালি, তিস্তা, অজয়, দামোদর ইত্যাদি। মোটকথা, নদীর সঙ্গে ভাষার যোগ অনস্বীকার্য।

Keywords: নদী, Ogofodmei, নদীর ভাষার্থ, ব্যুৎপত্তি, Geolinguistics

নদীর নামে

কথা হল, নদী ও ভাষার এই সহাবস্থান ও সমাপতন অনেকক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। পাপুয়া নিউ গিনি এলাকায় ভাষা-পরিবার চিহ্নিত হয়ে থাকে নদীর নামে—সেনু (Senu) River ভাষা-পরিবার, Bulaka River ভাষা-পরিবার, Sepic River ভাষা-পরিবার, Lower Sepic-Ramu ভাষাসমূহ, Arafindi (নদী) ভাষাসমূহ, Upper Yuat (নদী) ভাষাসমূহ ইত্যাদি। আবার নদী কেন্দ্রিক দেশ বা প্রদেশ হলে ভাষার সঙ্গে তার একটা নেপথ্য সংযোগ থেকে যায়। যেমন সিন্ধু প্রদেশ বা পাঞ্জাব। সিন্ধু নদ-নির্ভর সিন্ধু প্রদেশের প্রধান ভাষা হল সিন্ধি, প্রায় আড়াই কোটি ভাষী এই ভাষায় কথা বলে। পঞ্চ অপ-এর দেশ ‘পাঞ্জাব’-এর প্রধান ভাষা হল পাঞ্জাবি, যার ভাষী সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশে একটি প্রায় মৃত নদী রয়েছে যার নাম ‘বাঙালি’ (কীভাবে এমন নাম হল তা বলা মুশকিল)। আচ্ছা, হুগলী নদীর জন্যই কি হুগলী জেলা ও শহরের নাম নির্ধারিত?

নদীর নিভাষায়

ভারতীয় নদীর যে ভাষা আছে তা ভাষার তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করে বোঝানো যাক। নিঘণ্টুকার যাস্ক জানিয়েছেন যে, 'নদনা ইমা ভবন্তি শব্দবত্যঃ'। শব্দ করে বলে নদী নাদবতী। স্ফোটবাদ অনুসারে বলা যায়, এই নাদ শব্দের ন-কার হল প্রাণবায়ু, আর দ-কার হল অগ্নি। অর্থাৎ নাদ প্রাণ ও অগ্নি থেকে উৎপন্ন। যা প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ উভয়ই হতে পারে। এই নাদে বায়ু সঞ্চালিত হলে ২২টি শ্রুতি তৈরি হয়ে থাকে। যাইহোক, এই নাদ (voiced) ধ্বনির কথা আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানে পড়ে থাকি—ঘোষ ও ঘোষবৎ ধ্বনি, আর অঘোষ ধ্বনি। এই ধ্বনি থেকে 'ধুনি' শব্দের আবির্ভাব। ইংরেজি ভাষায় যা sound (আওয়াজ, শব্দ), তা-ই বাংলা ভাষায় ধ্বনি বা ধুনি। গঙ্গার অপর নাম সুরধুনি—'সুরধুনি তীরে ঐ বাজল রে মাদল'। কংসের বা কাঁসার মতো যে ধ্বনি করতে পারঙ্গম সে হল কংসাবতী বা কাঁসাই নদী। পাথরের আওয়াজ তোলা নদী কি শিলাবতী (যেহেতু, শিলা=পাথর, বৎ= গুণযুক্ত বা মতো) ?

আবারও বলি, ভারতীয় নদীর যে ভাষা আছে তা হল কলধ্বনি (কলকল ছলছল) বা কুলুকুলু বা কলতান স্বর অথবা হদহদ বা গদগদ। গদগদ অবশ্য প্রাগার্য শব্দ, যার অর্থ গদগদ শব্দশালিনী [সমীভূত হয়ে গদ্গা> গগ্গা> নাসিক্যীভূত শব্দ 'গঙ্গা'। 'সীতারাম' উপন্যাসে জয়ন্তী ও শ্রী-র সংলাপে 'নদীর তরতর গদগদ শব্দ' প্রসঙ্গ তুলিত হয়েছে। অবশ্য খেরওয়াল ভাষা কুরকু-তে 'গদা' =নদী। গদ থেকে গোদা আর জল অর্থে তামিল ভাষার 'অরু, মিলে গোদাবরু' (ব-শ্রুতি)। তা থেকে স্বরের উচ্চতা সাম্যের ফলে উ> ঈ।]। নদী-প্রেমী মানুষ সে-ভাষা সহজেই শুনতে পায় (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পের 'গাছটা বলেছিল' গল্পের গাঁওবুড়ো হলে শোনা যায়—প্রকৃতি, এমনকি কোনও কোনও গাছ কথা বলে)। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'-র অভিজিৎ একসময় বলে — মুক্তধারার 'জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই'। ভাষার সাথে জড়িত এক একটি সংস্কৃতির নদী, যার ভাষা শুনতে আমাদের লোকসংস্কৃতি, লোকইতিহাস বা সমকালীনতার কাছে কান পাততে হয়। তা সে জীবনানন্দ দাশের ধানসিঁড়ি নদী, 'অনেক নদীর জল' বা 'নদী' যাই হোক। অনেকসময় নদী মানবেতর হলেও বক্তা, আর মানুষ শ্রোতা। 'নদী' থেকে উদ্ধার করা যাক—'নদী, তুমি কোন কথা কও?/... নিজের শিশু সারাদিন নিজ মনে কথা কয় (যেন)/কথা কয় কথা কয় ক্লান্ত হয় নাকো/ এই নদী.../ নদী, তুমি কোন কথা কও!' কল্পনার নদী

বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই হওয়া সম্ভব—'ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে/...সুখ দুঃখের কথা কিছু কইলে না হয় আমারে'। যাইহোক, এই সংজ্ঞাপন বা মিথস্ক্রিয়া কারও কারও ক্ষেত্রে সম্ভব।

আসলে মানুষ তথা দেবদেবীর পরিবর্তিত রূপ অনেকসময় নদী হিসাবে গণ্য হয়েছে, অন্তত হিন্দু বিশ্বাস মতে। যেমন যমের বোন যমুনা নদী হিসাবে ভারতে প্রবাহিত। যাকে অনেকসময় 'কালো গঙ্গা' বলা হয়। পুরাণ মতে, কবের মুনির কন্যা ও অগস্ত্য মুনির স্ত্রী লোপমুদ্রা, যিনি পরে নদী হয়ে মর্ত্যে প্রবাহিত—নাম কাবেরী, যা অর্ধগঙ্গা নামে খ্যাত। সরস্বতী দেবী একদা নদী হিসাবে প্রাচীন ভারতে প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে পাঞ্জাবের সিরপুর এলাকার নদী, প্রয়াগে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। হুগলী জেলায় এই নামের একটি প্রায়-মজে যাওয়া নদী রয়েছে। বেহুলা স্বর্গের দেবী ঊষা মর্ত্যে বেহুলা হন, যে নদী হিসাবে বর্তমানে মালদা ও বর্ধমান জেলায় রুদ্ধস্রোতা। ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও শিবের জটায় রুদ্ধ দেবী ওরফে নদী পদ্মা ও গঙ্গার কথা আমরা অনেকেই জানি। কাজেই, চলৎশক্তি সম্পন্না প্রকৃতি ও মানবী-দেবীর সঙ্গে ভাষার যোগ স্বাভাবিক।

মানুষের মতো নদী ও নদের যদি লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় তবে ব্যাকরণে এর একটা মোটামুটি দিশা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভূগোল অনুসারে, শাখা প্রশাখা-প্রসূত জলধারাকে নদী, আর শাখা-প্রশাখাহীন জলস্রোতকে নদ বলা চলে—এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। সাধারণ ধারণায়, নদ পুং লিঙ্গ, নদী স্ত্রী লিঙ্গ। দেখতে পাই যে, ব্যাকরণগত ভাবে আ-কার বা ঈ-কার ইত্যাদি থাকলে নদী, আর না থাকলে নদ। যেমন ব্রাহ্মণী, পাগলা, তিস্তা, জলঢাকা, ইছামতী, বেহুলা, সরস্বতী ইত্যাদি নদী, কিন্তু ভৈরব, অজয়, দামোদর, দ্বারকা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ। মিসিসিপি, নীল, আমাজন হল নদ। যদিও কৃষ্ণযজুর্বেদ সংহিতা অনুসারে সিন্ধু নদ হলেও 'স্যন্দনশীলা' (ক্ষরণশীলা), সিন্ধুদেশকে তবু পিতৃভূমি হিসাবে ধরা হত। কল্পনায় দেশ কেবল মা নয়, বাবাও। জার্মান ভাষীর দৃষ্টিতে দেশ 'ফাটের লন্ড' (Father land)। হিন্দুর বাস্তুদেব কিন্তু পুরুষ। কিন্তু মুশকিল হল উভলিঙ্গের ধারণা নিয়ে। যেখানে কল্পনাই বলাধান, সেখানে

লিঙ্গ ধারণায় বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতির যুগে নাইবা থাকলো দ্বি-লৈঙ্গিক ধারণার কঠোর অনুশাসন। থাক সে-কথা।

নদীর যে ভাষা আছে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসী কিংবা কোনও কোনও এলাকার অধিবাসীদের আয়ত্তাধীন। যেমন কানাডার উত্তর মনিতোবা (Manitoba)-র O-Pipin-Na-Piwin Cree জাতির নদীর ভাষা বোঝা ও শেখা জরুরী। অন্তত Rosetta Stones–এর 'Learning the Language of River, Part I' বইতে জানান যে প্রকৃতি তথা আগ্নেয়গিরি, নদী ইত্যাদির সঙ্গে Pacific Northwest এলাকার অধিবাসীদের মিথস্ক্রিয়া হয়ে থাকে, যা না শিখলে মুশকিল এবং 'if you don't speak their language, they may kill you'। এই প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের 'জীবনের হিসাব' মনে পড়তে পারে— 'মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,/ মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?'। এও মনে পড়া স্বাভাবিক— 'নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে।...বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র' (সুনির্মল বসু)। যাইহোক, নিউজিল্যান্ডের জনজাতি মাওরিদের দাবি অনুসারে বর্তমানে সরকারিভাবে মানুষের সমগোত্রীয় মূল্য পেয়ে আসছে পবিত্র নদী হোয়াঙ্গানুই, বিগত ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। বর্তমানে ভারতীয় কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প 'নমামী গঙ্গে'-র সৌজন্যে নদীর নাব্যতা ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের হাইকোর্টও নদীকে একদা 'জীবন্ত সত্তা' ধরে রায় (২০১৯) দিয়েছে। কাজেই, জীবন্ত সত্তার ভাষা থাকাটাই স্বাভাবিক।

নদী-নাম ব্যুৎপত্তিতে

এবার নদীগুলির ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গে আসা যায়। সিংহ (মুখ) ধোওয়া জলধারা হল সিন্ধু। যদিও সিন্ধু শব্দ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সংস্কৃত শব্দ নর্ম= খেলা, হাসা। এই দুই ক্রিয়া যিনি দান করেন তিনি নর্মদে বা নর্মদা। দামোদর হল মুণ্ডা 'দা' অথবা সাঁওতালি 'দাক'-জাত। এই শব্দের অর্থ জল, দা-মুণ্ডা= মুণ্ডাদের জল। অবশ্য অনেকে 'দাম (জলের ঘাস) উদরে রয়েছে যার—এমন ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন। সুবর্ণরেখা নদীর মূলে সম্ভবত শাবরী ভাষার শব্দ শাবর নেকা (নদী) থেকে সাবররেখা, তা থেকে সুবন্নরেখা>

সুবর্ণরেখা হয়েছে, যেহেতু ময়ুরভঞ্জ জেলায় এই নদীর নাম শবররখা। অস্ট্রিক শব্দ গোদা + তামিল অরু অথবা গো (=জল)+দা (=দান করে যে)=গোদা + বর (শ্রেষ্ঠ)+ঈ হল গোদাবরী। অবশ্য হিন্দু মতে, গরু উদ্ধারকারী নদী হল গোদাবরী (এ প্রসঙ্গে ঋষি গৌতমের কাহিনী বিদ্যমান)। অবশ্য 'গো' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক (জল, পৃথিবী, পালিত পশু ইত্যাদি; স্মর্তব্য—সুকুমার রায়ের নাটিকা 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরী'), তা এখানে ধর্তব্যও নয়।

তুল্য তৌলনে

ভাষা আবার নদীর মতো বহমানা, চঞ্চল, সচল, পরিবর্তনশীলা। প্রধান প্রধান শিল্প-সাহিত্যের শাখার ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা বয়ে চলে লেখ্য ও কথ্য ভাষার মধ্যমে। উভয়ের গতিরোধ প্রায় অসম্ভব, যদি না গোষ্ঠীগত উদ্যোগ বা প্রযুক্তি প্রয়োগ হয়ে থাকে। একটি নদী এক মুখে প্রবাহিত, ভাষাও তাই। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত, তা সাধারণত পার্বত্য প্রবাহ থেকে নিম্নাভিমুখেই হয়ে থাকে। ভাষাও অতীতের প্রবাহ থেকে আধুনিক কালের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। কখনই উল্টো মুখে প্রবাহ সম্ভব নয়। নদীতে যেমন ঢেউ ওঠে, ভাষা-নদীতে ঢেউ তোলে নব প্রজন্মের ভাষীসম্প্রদায়, ভাষা-ভাবুক, নব তত্ত্বানুসারক চিন্তক, সফল বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখরা। গ্রহণ-বর্জন-সর্জন যেমন নদীর প্রবাহের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই সত্য ভাষার প্রবাহের ক্ষেত্রেও। বাংলা ভাষা-নদীর প্রবাহ লক্ষ করলে এক লম্বা ইতিহাসের বাঁক, গ্রহণ-বর্জন, এমনকি নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ ও পুরাতন শব্দের বর্জন পরিলক্ষিত হতে পারে। বাঁকের প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'নদী'-র কিয়দংশ স্মর্তব্য— নদী 'গেলি বেঁকে/ সোজা সহজ চাপের থেকে/ আমায় বাঁকতে করে মানা'। যাইহোক, নদীর এই সর্পিল গতির ভূগোলেতিহাসালোচনা এখানে বিধেয় নয়।

একই নদীর যেমন অঞ্চল অনুসারে আলাদা আলাদা নাম হয়ে থাকে, এক একটি ভাষারও তা-ই। কোথাও পদ্মা, কোথাও ভাগীরথী বা যমুনা, কোথাও হুগলী নদী; কোথাও সাংপো, কোথাও ব্রহ্মপুত্র। গঙ্গার রয়েছে ১০৮ নাম [অবশ্য বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মধ্যে জোলো চা বা পানীয় মদ (রাঢ়ী

মাতালদের গান—'গংগা যদি মদ হত, খাঁরা হত বালি, মা কালী, মদের বোতল হল খালি...') বোঝাতে 'গংগা জল', মাছ বা ইলিশ মাছ বোঝাতে 'গংগাফল', অশ্রাব্য কথা শুনে কপট কৌতুককর খেদোক্তি 'গংগা বলো']। নর্মদার অপর নাম 'দক্ষিণ গঙ্গা'। গোদাবরীর অন্য নাম 'গৌতমী গঙ্গা'। কাবেরীর নামান্তর 'অর্ধগঙ্গা'। এই নিবন্ধে আকাশ গঙ্গার প্রসঙ্গ রয়েছে। তাছাড়া 'রাঢ়ের দুঃখ' দামোদর, 'উত্তরবঙ্গের ত্রাস' তিস্তা ইত্যাদি অভিধাও স্মর্তব্য। বাংলা ভাষার নানা উপশাখা বা প্রশাখা—বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, রাজবংশী, ঝাড়খণ্ডী, রাঢ়ী ইত্যাদি। বিষয়টি areal geography ও areal typological linguistics-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নদী যেমন অন্য নদীর সাথে মিশে যায় তেমনই দুটি ভাষা মিশে একটি কেজো মিশ্রভাষা তথা পিজিন, এমনকি ক্রেওল-ও তৈরি হয়ে থাকে। নদী যেমন শাখানদীতে ভাগ হয়ে যায়, ভাষাও তেমনই যায়—বঙ্গ-অসমীয়া>বাংলা ও অসমীয়া কিংবা মারাঠি> মারাঠি ও কোঙ্কণি। আবার নদী মজে গিয়ে সচলতা হারায়, ভাষাও বিপন্ন হতে হতে মৃত ভাষায় পরিণত হয়ে থাকে। যদিও নদীর প্রবাহের চিহ্ন থেকে যায়, একেকটি উন্নত ভাষার লেখ্য সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানের নমুনা বা চিহ্নও থেকে যায়, যেমন পালি ভাষায় সুলভ (অবশ্য সংস্কৃত ভাষা কিন্তু এখনও মৃত নয়, মৃতপ্রায়। কেননা কর্ণাটক রাজ্যের গ্রাম মাত্তুর, হোসাহাল্লি, মধ্যপ্রদেশের ঝিরি, মোহাদ, বাঘুয়ার ইত্যাদি গ্রামের ভাষীদের আজও দৈনন্দিন জীবনের মাতৃভাষা এই সংস্কৃত)। মরা হাতির দামও লাখ টাকা। তাই 'যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা/ জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'। ভাষার ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য একথা।

পবিত্র-বিন্দুতে

স্বর্গের নদী ও স্বর্গীয় ভাষা একই বিন্দুতে মিলে যেতে পারে। পাশ্চাত্য মতে, স্বর্গ (Paradise)-এর Garden of Eden থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নদী চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—Pishon, Gihon, Hiddekel or Tigris ও Pharth or Euphretes (Genesis বর্ণিত)। অন্য মতে, এই বিভাজন—নীল, ইউফ্রেটিস, আম্যু দ্র্য (Amu Darya), সির দ্র্য (Syr Darya)। হিন্দু পুরাণ মতেও, গঙ্গার তিন ধারা—স্বর্গের ধারা মন্দাকিনী, মর্ত্যের ধারা পদ্মা/ ভাগীরথী, পাতালের ভোগবতী। হিন্দু পুরাণ মতে, স্বর্গের নদী বলতে

বোঝায় সীতা, অলকানন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। সেইসঙ্গে সুরধুনি, মন্দাকিনী ইত্যাদি অলকানন্দার নামান্তরকেও ধরা হয়। যাইহোক, জল-শুদ্ধির মন্ত্র এরকম—'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু' (যদিও লোকবিশ্বাস অনুসারে এই মন্ত্রও পবিত্র ভাষা !)। বুঝতেই পারছি যে, সাত নদীর নামে হয় জলের পবিত্রায়ন (সাতে সমুদ্রও এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে)। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর কথা কে না জানে! গঙ্গামাটিও নানা পবিত্র কর্মে লাগে 'ঠিকন' (রাঢ় মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের শব্দ; অর্থ—অত্যল্প পরিমাণে ঠেকানো দ্রব্য) হিসাবে। সাঁওতাল-মুণ্ডাদের কাছে দামোদর হল পবিত্র নদী। তিব্বতের সাংপো বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র নদী। নেপালের বাগমতী নদী মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমনটা ভারতীয় হিন্দুদের অন্তিমে গঙ্গালাভ। কোশীও পবিত্র নদী।

ইন্কাদের বিশ্বাস এই যে, উরুবাম্বা নদী হল স্বর্গের মায়ু নদীর প্রতিরূপ, যাকে এরা বলে থাকে Milky Way বা আকাশ গঙ্গা। জর্ডন নদীতে নেমে অনেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে থাকে আজও। নেজ পার্স, উমতিলা, ইয়াকামা, ওয়ার্ম স্প্রিং প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার জনজাতিদের কাছে, এমনকি রেড ইন্ডিয়ানদের কাছেও পবিত্র ছিল কলম্বিয়া নদ। নাইজেরিয়ার ইয়োরুবা ধর্মে চার শ একটি পবিত্র আত্মা বা অরিশা-র পুজোআচ্চা হয়ে থাকে, তার মধ্যে এক অরিশা জল ও ভালোবাসার দেবী তথা আসুন নদী-কে ধরা হয়। মোটকথা, এইসব নদীর সঙ্গে লোকঐতিহ্য, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি নির্ভর লোকভাষাও বিজড়িত। এর কিছুটা ভুমিকায় উল্লিখিত।

শধু পবিত্র নদ্যম্বুই নয়, ভাষা-নদীতেও অবগাহন করলে পবিত্র হয় মানুষ, হিন্দু ভারতীয়রা, এমনকি হিন্দু বাঙালিও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দু দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করতে সংস্কৃত তথা দেবভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ বিধেয়। অন্তত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মাবলম্বীদের মতে। দেবনাগরী লিপি লিখিত হোক বা না হোক, দেবভাষা হওয়া বিধেয়। শুধু তাই নয়, হিব্রু (Hebrew), গ্রিক, ল্যাটিন, ধ্রূপদী আরবি-সহ সিরিয়ান (Syrian), পালি, তামিল ইত্যাদি ভাষাও স্থানানুসারে পবিত্র। দক্ষিণ মিশরে যে কোবতী সম্প্রদায় বসবাস করেন তারা হলেন যাকোবাইট খ্রিস্টান, কিন্তু এদের সুন্নত হয়, শুকর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এরা প্রায়

বারো শ বছর ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান পুরোহিত, যাদের উপাসনার ভাষা একটি মৃত পবিত্র ভাষা—কোবতী বা Coptic ভাষা। এমন আরও অনেক আদিবাসী ভাষাও রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে দেবার্চনার উপযোগী।

এবার বাংলা ভাষা নিয়ে বলা যাক। আমরা জানি প্রাচ্যা প্রাকৃত জাত ভাষা বাংলা একদা 'অসুর', 'ম্লেচ্ছ' ভাষা ছিল। অন্তত প্রথমদিকের আর্যদের কাছে। কিন্তু বাঙালি কবির কাছে বাংলা ছিল 'মাতৃদুগ্ধসম'। দৃষ্টান্ত দিই। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে এক অজ্ঞাত পরিচয় বাঙাল কবির ভাষা-প্রশস্তি নদী অর্থেও প্রযোজ্য—'ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।/অবগাঢ়া চ পুনীতে—গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ।।' ভাষার দিক থেকে এই শ্লোকের অর্থ হল—নানা রসের অধিষ্ঠানভূমি গভীর অর্থ-সমন্বিত সুন্দর তথা মনোহর ঐশ্বর্যশালিনী বাংলা ভাষা, যাকে বহু কবি আশ্রয় করেছেন—এই ভাষা-স্রোতে অবগাহন করলে মানুষ পবিত্র হয়। গঙ্গা নদীর দিক থেকে অর্থ করলে দাঁড়ায়— প্রচুর জলময় গভীর-খাত-বিশিষ্ট আঁকাবাঁকা গতিযুক্ত সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালিনী জলধারা, যা বহু কবির কল্পনার আশ্রয়—যে গঙ্গানদীতে অবগাহন করলে মানুষ পবিত্র হয়। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বাংলা ভাষা রচিত মন্ত্র, অষ্টোত্তর শতনাম, নানা ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, ভক্তিরসের যাবতীয় পদাদি বিশ্বাসী ভক্ত বাঙালিদের মনকে পবিত্র-শুদ্ধ করে থাকে। যেমন রাম-নাম ('ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে, হরেকৃষ্ণ হরে হরে' ...), হরি-নাম (হরিবোল ধ্বনি), গায়ত্রী মন্ত্র (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ...প্রচোদয়াৎ) ইত্যাদি স্মর্তব্য।

ভাষা-নদী : কতিপয় তাত্ত্বিকোল্লেখে

নদীমাতৃক সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভাষার প্রত্নবিদ্যা (linguistic paleontology)। তা সে সিন্ধু সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা, সুমেরিয়ান, আক্কাদ, অ্যাসিরীয়, চীনা সভ্যতা, কুনুর নদীর পাণ্ডুরাজার সভ্যতা যাই হোক। কুনুর নদী তীরস্থ পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে শীল পাওয়া গেছে তার লেখ্য লিপি ও অর্থ নিয়ে অবশ্য মতান্তর রয়েছে।

এই নদী কেবল জলধারা নয়, এর সঙ্গে প্রকৃতি, অর্থনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, জীবন-জীবিকা, কৃষি, ভূগোল, আঞ্চলিক নানা প্রথা-সংস্কার-ঐতিহ্য জড়িত বলে এর সঙ্গে পরিবেশীয় (eco) ভাষাবিজ্ঞান, ভূ-ভাষাবিজ্ঞান (geolinguistics) বা পূর্বোল্লিখিত স্থানীয় ভাষাতত্ত্ব (areal linguistics), অর্থনৈতিক (economic) ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

বলা আবশ্যক যে, একদা নদীর প্রবাহ ধরে জেলা, রাজ্য, দেশ ইত্যাদি ভাগ করা হত। এমনও দেখা গেছে যে, নদীর এপারের সঙ্গে ওপারের ভাষার যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। এই ধারা যেমন এঁকেবেঁকে চলে তেমনই ভাষা-ভূগোল সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবধান কমে যাওয়া স্বাভাবিক। নদী এঁকেবেঁকে চর ফেলে গেলে উক্ত এলাকা বৃহৎ জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে ভাষার ভূগোল স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে, যেমন মালদা জেলার পদ্মা মধ্যস্থ ভুতনীর চরের ভাষা মানিকচক, রতুয়ার স্বাভাবিক জনপদের ভাষা থেকে একটু আলাদা। মাজুলি দ্বীপের ভাষার কথা আমাদের অবশ্য জানা নেই।

ভূগোলের নদী বুঝতে অধিভাষা (meta-language) জানা আবশ্যক, যা না জানলে ভূগোলে নদী ব্যাখ্যা মুশকিল। যেমন নদীর গতিপথ, উৎপত্তিস্থল, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, ব-দ্বীপ, পার্বত্য প্রবাহ, মধ্য ও পরিণত প্রবাহ, সর্পিল প্রবাহ (meander), নদীবাঁধ (levee), সঙ্গম, মোহনা (estuary), উপনদী (tributary), সৈকত, অববাহিকা, নদীমাতৃক ইত্যাদি। নদীকেন্দ্রিক আন্দোলনে মেধা পাটেকর, সুন্দরলাল বহুগুণা, এমনকি কিছু ভারতীয় আদিবাসী নেতার কথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

শেষকথায়

মোটকথা, নদীর সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির সংযোগ যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান তা আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রদর্শনের কিছুটা যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়াস করেছিমাত্র।

তথ্যঋণ

Aikhenvald, Alexandra Y., 'Names and Naming in Papuan Languages of New Guinea', e-essay, dt. 27/01/23

Cumberlege, G.F.J. (ed.), (1989). *Several Essays.* (2nd edition), OUP, Calcutta, p. 163-168

কিছু ই-তথ্য ইত্যাদি

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ,(১৯৯১). *শব্দের জগৎ.* জিজ্ঞাসা এজেন্সি লি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৫-৯৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ললিতকুমার ও মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ, *সাতনদী,* ই-বই, তাং ১৯/০৮/২২

শ্রীভক্তিবিলাসভারতী, (১৯৬৮). *স্ফোটবাদ বিচার.* শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২১৫-১৭ `